Media Coverage

পরিযায়ী-তথ্যে নানা প্রশ্ন, রাজ্য বলছে ২২ লক্ষই

নিজস্ব সংবাদদাতা

নানা রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের 'হেনস্থা'র অভিযোগে বাংলার রাজনীতির সুর চড়া। এই আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য-ভান্ডার নিয়ে বিভ্রান্তির অভিযোগ তুললেন গবেষকদের একাংশ। যদিও রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ জানিয়েছে, প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরকারের কাছে রয়েছে। সম্প্রতি এই ২২ লক্ষ শ্রমিককে রাজ্যে ফেরানোর কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

'বাংলাভাষী অভিবাসী শ্রমিকদের হেনস্থা' নিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ' (সিআরজি) ও 'নো ইয়োর নেবার' আয়োজিত সভায় অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত জন মানুষ ভিন্-রাজ্যে জীবিকার জন্য যাচ্ছেন? সরকারি ভাবে সংখ্যাটা প্রায় ২২ লক্ষ। অনেকে বলছেন তা প্রায় ৪০ লক্ষ। কোনটা ঠিক? পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে তাঁদের সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রণবীর সমাদ্দার মনে করেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণ হলে, তবেই সরকার কিছু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৯-র 'আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইনে'র কথা উল্লেখ করে রণবীর বলেছেন, "আইনটি তৈরির নেপথ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলনের বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু কিছু দাবি-দাওয়া জানানো ছাড়া কিছু করে না সংগঠনগুলি।"

'নো ইয়োর নেবার'-এর আহ্বায়ক সাবির আহমেদেরও দাবি, "পরিযায়ী শ্রমিকদের যাতায়াত নিয়ে তথ্য নেই। শুধুমাত্র কেরল, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সরকার 'রাজ্য অভিবাসন রিপোর্ট' তৈরি করেছে। এটা না থাকলে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে পরিকল্পনা করা যাচ্ছে না।" পরিযায়ী-হেনস্থার 'উদাহরণ' দিয়ে 'আইন লঙ্ঘনে'র অভিযোগ তুলেছেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমতা বিশ্বাস। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারপার্সন আহমেদ হাসান ইমরানের অভিযোগ, "ভোটের আগে ঘৃণা ছড়াতে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চান, বিদ্বেষ তৈরি হলে সুবিধা হবে।" তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারপার্সন সামিরুল ইসলামের পাল্টা বক্তব্য, "গ্রাম ধরে তথ্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২১ লক্ষ ৬৭ হাজার মানুষ বাইরে কাজ করতে যান। অন্য জায়গা থেকে এখানে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কাজ করতে আসেন। 'কর্মতীর্থ' পোর্টালে গিয়ে ও অফলাইনে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ আছে।"

Anandabazar Patrika

পরিযায়ী শ্রমিক নিপীড়নের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দেশের একাধিক রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। হেনস্তা করা হচ্ছে তাঁদের। পুশব্যাকের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। আর 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটেই মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একযোগে তীব্র প্রতিবাদ

জানাল 'ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ' এবং 'নো ইওর নেবার'। ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ-এর সভাপতি তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী বলেন, ইদানীং যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা অভিপ্রেত নয়। একইসঙ্গে ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ-এর সদস্য তথা অধ্যাপক সমতা বিশ্বাস বলেন, নির্দিষ্টভাবে সমাজের একটি অংশের মানুষকে টার্গেট করা হয়েছে। কোনওরকম তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বাংলাদেশি অনুপ্রেবেশকারী সহজে বলে দেওয়া হচ্ছে, যা কোনওভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

ei samay

■ **মৃত্যুতে মামলা** আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় ভাইয়ের মৃত্যু। বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মার্কিন কোর্টে দিদি

প্রবল দাবানলের কোপে এ বার গ্রিস। সেখানকার পাত্রাস শহর লাগোয়া জঙ্গলে আগুন লেগেছে

■ **থমকাল যাত্রা** বৃষ্টি সোনপ্রয়াগে কিছু পুণ্যার্থী ব্যা

প্রবল বৃষ্টিতে জল জ গুয়াহাটি শ

বিদেশি চিহ্নিত করছে পুলিশ, প্রশ্নে মানবাধিকার

নাগরিকত্ব নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার কথা উঠে এল সমীক্ষাতেও

সুপ্রকাশ মণ্ডল

ছোট্ট একটা ভিডিয়ো বার্তা। হাড়হিম করা। বাংলাদেশের কোনও একটি জায়গায় তিনি আটক। কর্মসূত্রে রাজস্থানে থাকা আমির শেখ কী করে পৌঁছলেন বাংলাদেশে! বাড়ির লোকেরা হতবাক।

আমির তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন রাজস্থানে কাজ করলেও আচমকা পরিচয় যাচাই করতে পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, এমনকী বার্থ সার্টিফিকেটেও কাজ হয়নি। বাংলাদেশি অভিযোগে পুলিশ তাঁকে দু'মাস বন্দি করে রাখে। তার পরে কোনও এক রাতে বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে গিয়ে পে-লোডারে করে কাঁটাতারের ও পারে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানেও বন্দিদশা।

আমিরের 'পুশ ব্যাক' কিন্তু এখন মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বহু পরিযায়ীকেই এর শিকার হতে হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ' এবং 'নো ইওর নেবার' বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা এবং গবেষণা চালাচ্ছে। তাদের মতে, বাংলাদেশি চিহ্নিত করে পরিযায়ী শ্রমিকদের 'পুশ ব্যাক' আগেও অনেকবার হয়েছে। বাংলাদেশি খুঁজতে গিয়ে এ বার হেনস্থার মুখে বাংলার বাঙালিরা। বাংলার শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি-শাসিত রাজ্যেই

এআই

এই ঘটনা ঘটছে। সমীক্ষাতেও উঠে এসেছে সেই তথ্য।

সংস্থাগুলির বক্তব্য, কোনও বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই কাউকে বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়ার এই প্রবণতা উদ্বেগজনক। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-দিয়ে দিনের পর দিন আটকে রাখা, নির্যাতন চালানো এবং সব শেষে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে ওপার বাংলায় 'পুশ ব্যাক'-এর পুরো প্রক্রিয়াই হচ্ছে পুলিশের তদারকিতে। সমীক্ষকদের প্রশ্ন, কারও নাগরিকত্ব পুলিশ কী ভাবে যাচাই করতে পারে?

বিষয়টি নজরে এসেছে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' নামের একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মনে হয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই এক দেশের নাগরিকদের অন্য দেশের নাগরিক বলে বহিষ্কার করা হচ্ছে। সংস্থার এশিয়া ডিরেক্টর ইলেইন পিয়ারসন বলেন, 'বাংলাভাষী নাগরিকদের নির্বিচারে বহিষ্কার করে ভারতে বৈষম্যকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে যাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়।' তাঁদের মতে, নিয়ম না মেনে বহিষ্কার মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

সমীক্ষা চালানো দুই সংস্থা মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল। সেখানে অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দার বলেন, 'ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যে কোনও নাগরিক দেশের মধ্যে মুক্ত ভাবে চলাচল করতে পারেন। দেশের যে কোনও স্থানে বসবাস করা এবং থিতু হওয়ার অধিকার রয়েছে। যে কোনও পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে। বাংলার পরিযা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর কোনওটিই মানা হয়নি।'

ei samay